# ২০১৫

# রাজধানীর মিরপুর রোডে অবৈধ পার্কিং চিত্র

Work for a Better Bangladesh Trust

প্রতিবেদন: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

## ভূমিকাঃ

ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যত্রতত্র অবৈধভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং এর ফলে রাস্তা সংকুচিত হওয়ায় যানজট সৃষ্টি হয়। ঢাকার বিভিন্ন ব্যস্ত এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিপনীকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং ভবনের সামনে গাড়ি পার্কিং করায় যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি হেঁটে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। কোন কোন রাস্তায় ফুটপাতে গাড়ি পার্কিংরত অবস্থায় দেখা যায়। রাস্তা এবং ফুটপাতে এ ধরনের অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা হলে মানুষ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে।

নিউমার্কেট রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। মিরপুর রোডের নিউমার্কেট থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত ১.২ কিলোমিটার রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং দেখা যায়। রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি পার্কিং এর পাশাপাশি তারা ফুটপাতসমূহকেও পার্কিং এর জন্য ব্যবহার করছে। ফলে পথচারীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

নিউমার্কেট থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত অবৈধ গাড়ি পার্কিং এর বর্তমান অবস্থা ম্যাপ এবং চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। ম্যাপিং এর সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ রাস্তাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ নিউমার্কেট থেকে ঢাকা সিটি কলেজ এবং দ্বিতীয় অংশ ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত। পাশাপাশি পার্কিং এর জন্য সৃষ্ট সমস্যা দূরীকরণে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

**মানচিত্র ১ঃ গুগল আর্থে রাজধানীর নিউমার্কেট থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকৃত সম্পূর্ণ এলাকা**

***হলুদ চিহ্ন দ্বারা পার্কিং পয়েন্ট বোঝানো হয়েছে**

**১ম অংশ: নিউমার্কেট থেকে ঢাকা সিটি কলেজ পর্যন্ত:**

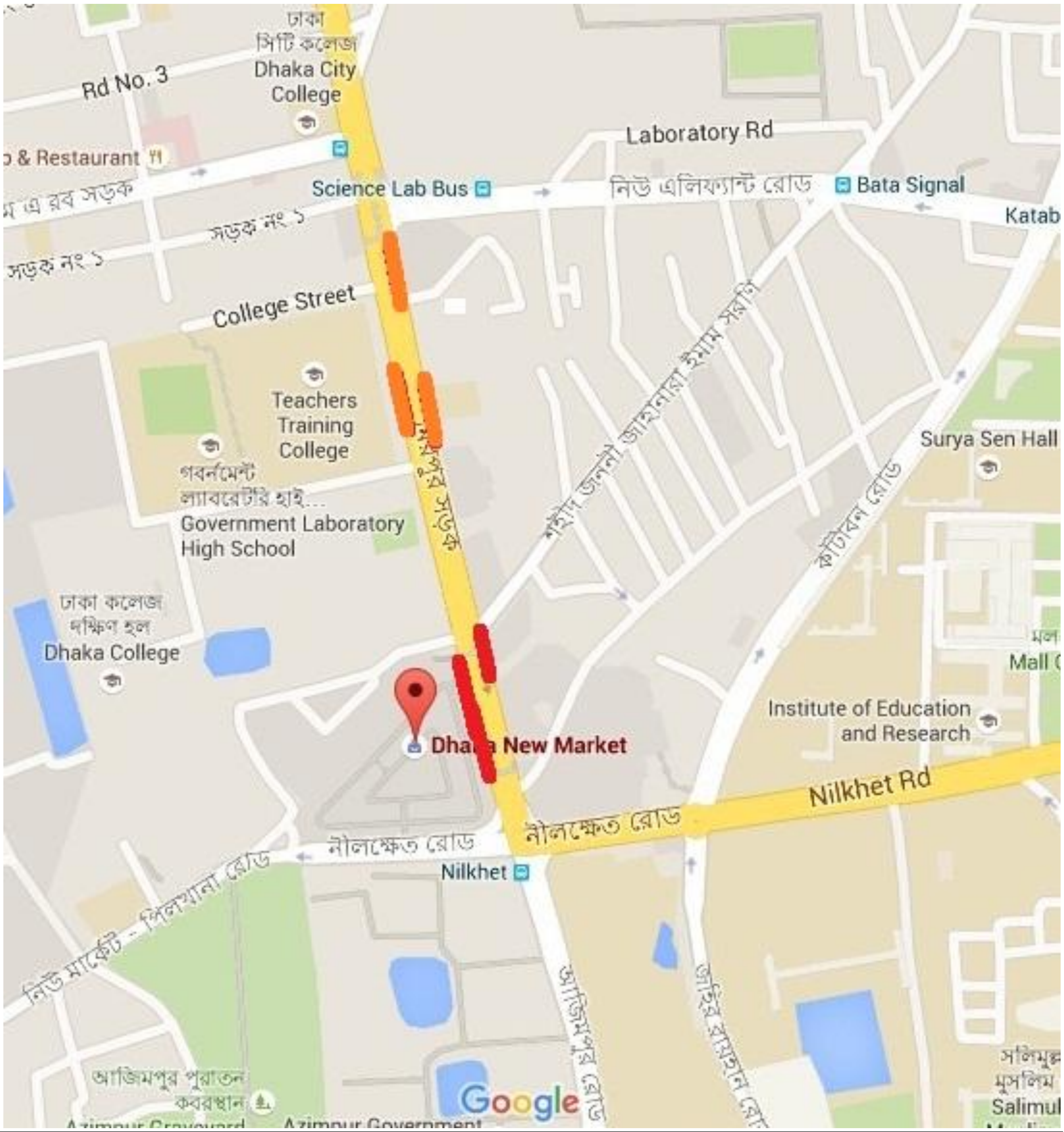


**মানচিত্র-২: গুগল ম্যাপে নিউমার্কেট থেকে ঢাকা সিটি কলেজ পর্যন্ত:**

লাল চিহ্ন দ্বারা অধিক গাড়ি পার্কিং বোঝানো হয়েছে

কমলা চিহ্ন দ্বারা তুলনামূলক কম পার্কিং বোঝানো হয়েছে

চিত্র ১: নিউমার্কেট ২ নং গেটের সামনে অবৈধ গাড়ি পার্কিং

চিত্র ২: নিউমার্কেট ওভার ব্রিজের কাছে অবৈধ পার্কিং

চিত্র৩: চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের সামনে রিকশা লেন ঘেঁষে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ৪: টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে অবৈধ পার্কিং চিত্র

চিত্র ৫: ঢাকা গোল্ডেন কলেজের সামনে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ৬: প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার এর সামনে অবৈধ পার্কিং

<u>**২য় অংশ: ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত:**</u>

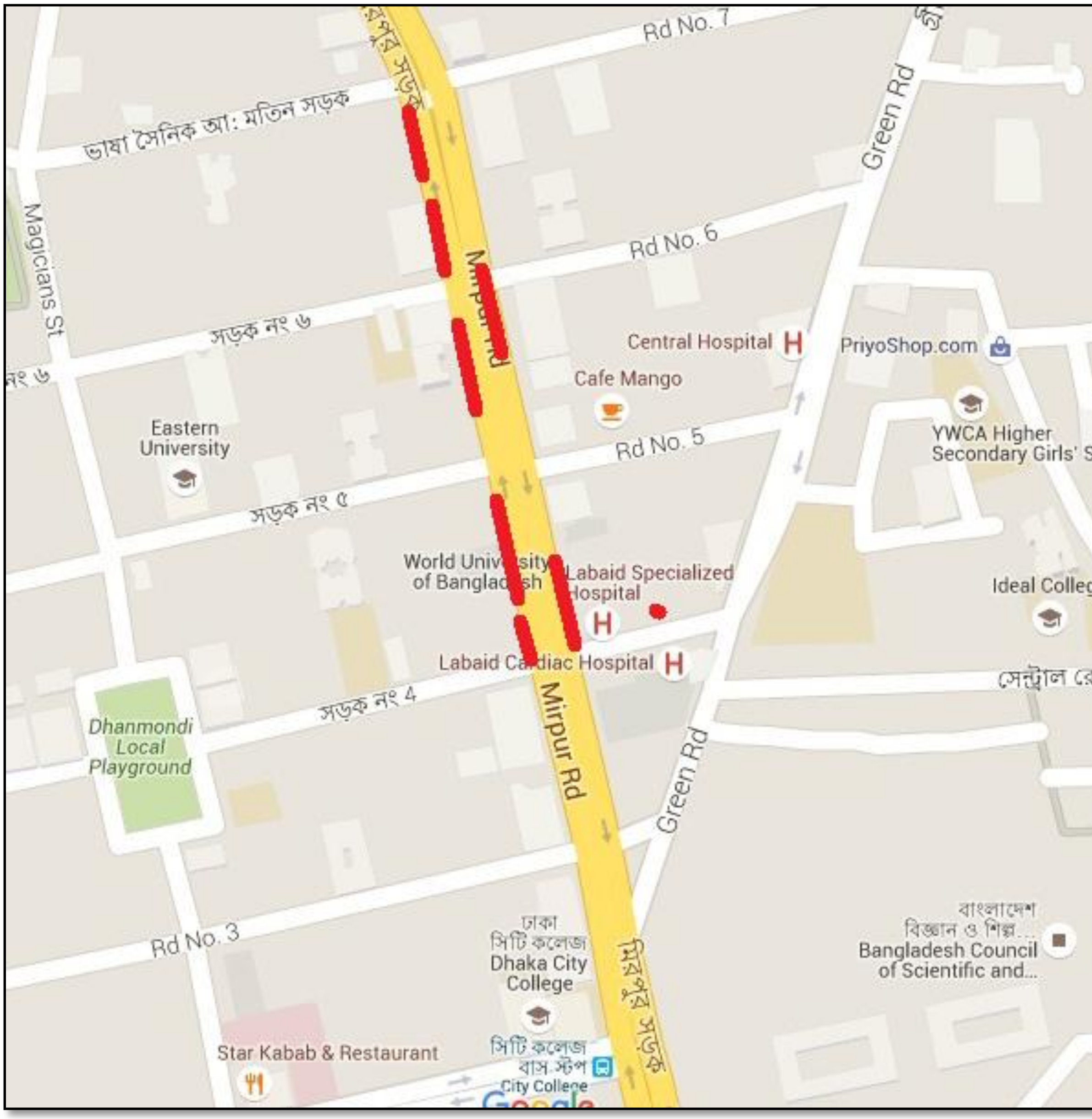


**মানচিত্র-৩: গুগল ম্যাপে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস পর্যন্ত**

লাল চিহ্ন দ্বারা অধিক গাড়ি পার্কিং বোঝানো হয়েছে

চিত্র ৭: মমতাজ প্লাজার সামনে পার্কিং এর জায়গা থাকা স্বত্ত্বেও অবৈধ পার্কিং

চিত্র ৮: রয়েল প্লাজার সামনে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ৯ : ল্যাব এইডের উভয় পার্শ্বে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ১০: গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ১১: ধানমন্ডি প্লাজার সামনে অবৈধ পার্কিং

চিত্র ১২: বেক্সিমকো ফার্মার সামনে অবৈধ পার্কিং

**অবৈধ পার্কিং বন্ধে আমাদের সুপারিশসমূহ:**

**আইন ও নীতিমালা:**

- যথাযথভাবে পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- ঢাকা মহানগরী পুলিশ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর ধারা ৬৬, ৬৭ এর যথাবিধ প্রয়োগ। ধারা ৬৬ এবং ৬৭ তে আছে:
    - ধারা ৬৬ ঃ ভুল স্থানে গাড়ী দাঁড়াইয়া রাখার শাস্তি ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানের এমন কোন অংশে কোন গাড়ী রাখিয়া যায় বা গাড়ী থামাইয়া রাখে, যেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়া রাখা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নিষিদ্ধ, তবে সেই ব্যক্তি একশত টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।
    - ধারা ৬৭ ঃ পায়ে চলা পথ বন্ধ করার শাস্তি ঃ কোন ব্যক্তি যদি পায়ে চলার পথে প্যারাসুলেটার ভিন্ন কোন গাড়ী উক্ত পায়ে চলা পথে আড়াআড়ি ভাবে বা পথের উপরে থাকে তবে সেই ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।
- মোটরযান আইন ১৯৮৩ এর ধারা ১৫৭ প্রয়োগ। ধারা ১৫৭ তে রয়েছে:
    - ধারা-১৫৭ ঃ প্রকাশ সড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য সড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে মোটর গাড়ী রাখিয়া উহা মেরামত করাইলে অথবা বিক্রয়ের জন্য সেখানে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ বা অন্য কোন জিনিস রাখিলে যদি যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সে এই ধারানুযায়ী সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা জরিমানা হইবে এবং সেই মোটরগাড়ী বা এর যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত হইবে।
- সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা তৃতীয় তফসিল ধারা ১৯.১ প্রয়োগ। এতে আছে:
    - ১৯.১ পথচারী যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহার নিরাপদ ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা ২০১৩ এর ধারা ৫.১.১, ৫.১.২, ৫.১.৩, ৫.১.৪, ৫.৩.১৭ এর যথাযথ প্রয়োগ। ধারাগুলোতে আছে:
    - ধারা ৫.১.১: 'পথচারীর অগ্রাধিকার' (Pedestrian First) কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নগর এলাকায় ফুটপাথ হতে অননুমোদিত জবরদখলকারীদের উচ্ছেদকরণ।
    - ধারা ৫.১.২: সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
    - ধারা ৫.১.৩: প্রশস্ত ফুটপাতের সুযোগ সৃষ্টিসহ পথচারীবান্ধব সড়ক নির্মাণ।
    - ধারা ৫.১.৪: ফুটপাথের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ।
    - ধারা ৫.৩.১৭: সরকার পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এ নীতিমালায় সড়কের উপর ও সড়কের বাইরে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালী পার্কিং এর ব্যবস্থা এবং তার জন্য আদায়যোগ্য মাশুলের হার নির্ধারণ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সড়কের উপর পার্কিং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

**পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা:**

- প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পার্কিং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পার্কিং এর জন্য স্থান ও সময় অনুসারে অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- একদিন জোড় সংখ্যা এবং অন্যদিন বেজোড় সংখ্যার লাইসেন্স অনুযায়ী প্রাইভেট গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।
- পার্কিং নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পার্কিং হতে প্রাপ্ত অর্থ হাঁটা, সাইকেল, রিকশা ও পাবলিক পরিবহণে চলাচলের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যয় করা।

- পাবলিক পরিবহন, জ্বালানীমুক্ত যান ও পথচারীদের সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে প্রাইভেট গাড়ির পরিবর্তে পাবলিক পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
- নগরের ব্যস্ততম এলাকায় প্রাইভেট গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে কনজেশন চার্জগ্রহণ করা।
- প্রাইভেট কারের লাইসেন্স সীমিত করা।
- প্রধান এবং ব্যস্ত সড়কগুলোতে গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।
- গলির রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং চার্জ এর বিনিময়ে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর উচ্চ হারে পার্কিং চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে। পার্কিং এর ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি করতে হবে।
- নো পার্কিং সাইন মানা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।

**নকশা এবং অবকাঠামো:**

- প্রাইভেট গাড়ি নির্ভর অবকাঠামো নির্মাণ না করা।
- ফুটপাতে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করার জন্য ফুটপাতে র‍্যাম্পে বোলার্ড (Bollard) দেয়া।

**সচেতনতা:**

- নো পার্কিং সাইন দেয়া।
- বিনামূল্যে পার্কিং বন্ধ করা ও অবৈধ পার্কিং এর জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা।
- অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে লিফলেট ক্যাম্পেইন করা।
- অবৈধভাবে পার্কিং করা গাড়িতে পার্কিং বিরোধী স্টিকার লাগানো।
- মিডিয়াতে অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো।

ফুটপাতে হকারদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা হয়ে উঠতে পারে দৃষ্টি নন্দন এবং পথচারীদের জন্য নিরাপদ, আকর্ষণীয় ও স্বচ্ছন্দময়।

খুঁটি (bollard) দেয়ার মাধ্যমে ফুটপাতে এবং সড়কে গাড়ি প্রবেশ রোধ সম্ভবএবং তা একই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য সুবিধাজনক।

**পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:** নাঈমা আকতার, সহকারি এডভোকেসি অফিসার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
**ক্যামেরা সহযোগিতা:** আবু রায়হান
**পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতায়:** মারুফ হোসেন, ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট